নামমাহাত্ম্য সঙ্কোচ করিবার জন্য উপায়ান্তরের চিন্তা করা কল্পনা নামে ষষ্ঠ অপরাধ। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় উল্লেখ আছে যে—

দেবদ্রোহাদ্‌ গুরুদ্রোহঃ কোটি কোটি গুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্‌॥

দেবদ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণ অধিক। জ্ঞানাপবাদ অর্থাৎ শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যের অপলাপই নাস্তিকতা। ইহা গুরুদ্রোহ হইতে কোটি কোটি গুণে অধিক। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও অজামিল যে—"সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে", অর্থাৎ আমি যে সব গুরুতর পাপ আচরণ করিয়াছি, সেই সমস্ত পাপের ফলেই আমাকে ভীষণ যন্ত্রণাময় নরকে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। অজামিলের এই বাক্যে মনে হয় যে—নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাহার নামে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় নাই, তজ্জন্য সে নামাপরাধী। কিন্তু তাহা নহে, এস্থলে অজামিল নিজকৃত কর্ম্মে যে দৌরাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্য অনুতাপই করিতেছেন। কিন্তু নামমাহাত্ম্যে অবিশ্বস্ত হইয়া অনুতাপ করেন নাই। যেহেতু পরে অজামিল নিজমুখেই বলিবেন—

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি॥ ৬।২।৩০
অন্যথা ম্রিয়মানস্য নাশুচের্ব্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥ ৩১॥

যদ্যপি আমি সর্ব্বপ্রকারেই ভাগ্যহীন, তথাপি সেই দেবশ্রেষ্ঠগণের দর্শনের ফলে আমার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। যেহেতু আমি চিত্তের প্রসন্নতা অনুভব করিতেছি। অন্যথা কদর্য্যশীল শূদ্রাণী বেশ্যার সঙ্গকারী ম্রিয়মাণ আমার জিহ্বা মৃত্যুকালে বৈকুণ্ঠপতি শ্রীহরিনাম কি কখনও গ্রহণ করিতে পারিত?

নামবলে পাপে প্রবৃত্তি সপ্তম অপরাধ। যদ্যপি নামবলে কৃতপাপের সেই নামে ক্ষয় হয় বটে, তথাপি যে নামের বলে পরম পুরুষার্থস্বরূপ সচিদানন্দবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের চরণারবৃন্দ সাধিতে প্রবৃত্ত, সেই নামবলে পরম ঘৃণাস্পদ পাপক্ষালন যে জন সাধে অর্থাৎ পাপক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দৌরাত্ম্যের অবধি নাই। যেমন কোন পরম কারুণিক উদারচেতা মহারাজকে ডাকিয়া আনিয়া যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বাড়ীর আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে বলে, তবে সেই মহারাজ নিজের উদারতাবশতঃ সেই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবেন সত্য, কিন্তু অন্তরে সেই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। তিনি ভাবিবেন—এই হতভাগ্য যদি প্রার্থনা করিত, তবে আমার নিকট হইতে একটি মহানিধি লাভ